

Change food habit to reduce dependency on rice: Razzaque

Business Correspondent

Agriculture Minister Dr Abdur Razzaque on Sunday laid emphasis on gradually changing food habit by people and take to eat other nutritious food and fruits reducing dependence on rice intake.

"Per-capita rice consumption in Bangladesh is 400 grams daily which is highest in the world, in many countries people's average rice consumption is only 200 grams daily," he said.

The minister came up with the remarks while speaking as chief guest at a function titled 'Bangladesh's 50 years: Achievements and Diversifications in agriculture'.

Bangladesh Agriculture Journalist Forum (BAJF) and Bangla Daily Bonik Barta jointly organised the programme at a city hotel marking 50 years of Bangladesh's independence.

Dr Md Shajahan Kabir, DG of Bangladesh Rice Research Institution (BRRI), presented the keynote paper on 'Rice based agriculture transformation in Bangladesh: research and policy nexus.'

He mentioned in the presentation that so far around 137 varieties of rice have been developed by BRRI which helped the country to become self-reliant in food production.

He also said one taka investment in agriculture research brings 51 times higher return. FAO representative in Bangladesh Robert D. Simpson, USAID mission director Kathryn David Steven also spoke on the occasion as special guests.

President of BAJF Iftekhar Mahmud presided over the function while Editor of Bonik Barta Dewan Hanif Mahmud moderated it.

তারিখঃ ২৫/১০/২০২১ (পৃঃ ০৩)

করোনায় দেশে খাদ্য সংকট হয়নি : কৃষিমন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বর্তমান সরকারের সমরোপযোগী উদ্যোগের ফলে করোনা মহামারিতেও দেশে খাদ্য সংকট হয়নি। দেশের উর্বর ভূমি ও পানি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে কৃষি আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'বাংলাদেশের ৫০ বছর : কৃষির রূপান্তর ও অর্জন' শীর্ষক কৃষি সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) ও বণিক বার্তা এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষ জনপ্রতি প্রায় ২০০ গ্রামের মতো চাল খেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে চাল খাওয়ার পরিমাণ জনপ্রতি প্রায় ৪০০ গ্রাম। পুষ্টির খাবার দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ফলমূল প্রভৃতি খাবার গ্রহণের পরিমাণ বাড়তে পারলে চালের এ ব্যবহার কমবে।

দৈনিক বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য দেন ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মিশন ডিরেক্টর ক্যাথরিন ডেভিস স্টিভেন্স, এফএওর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রবার্ট ডি. সিম্পসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, এসিআই এগ্রিবিজনেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড. এফ এইচ আনসারী, আকিজ গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাসির উদ্দিন প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

তারিখঃ ২৫/১০/২০২১ (পৃঃ ০২)

আমরা পুষ্টি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিতে চাই : কৃষিমন্ত্রী

■ যায়াদি ডেস্ক

কৃষিমন্ত্রী ডক্টর মো আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ গুঁড়ু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না, আমরা সারা বিশ্বে খাদ্য সরবরাহ করতে পারব। কৃষিপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে সারা বছর আম পাওয়া সম্ভব হবে। রোববার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশের ৫০ বছর : কৃষির রূপান্তর ও অর্জন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দৈনিক বণিক বার্তা ও বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচার জার্নালিস্ট ফোরাম যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতেও কেউ না খেয়ে নেই, খাদ্যের সংকট নেই, হাহাকার নেই। বাংলাদেশ দানাজাতীয় খাদ্যে অনেক আগেই সফল হয়েছে। সেটাকে যদি আমরা পুষ্টিজাতীয় খাবারে নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদিতেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সফল হতে হবে। বাংলাদেশকে আমরা পুষ্টি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিতে চাই।

ডক্টর রাজ্জাক বলেন, আমরা ৪০০ গ্রাম চাল খাই প্রতিদিন। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ ২০০ গ্রামের বেশি চাল খায় না। সেজন্য কৃষিপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুষ্টিজাতীয় শস্য উৎপাদনে আরও উন্নতি করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে বিস্তৃত পানি খুব সহজলভ্য। ২০ থেকে ৩০ ফুট নিচেই বিস্তৃত পানি পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না। মাটির উর্বরতা ও পানির সহজলভ্যতার সঠিক ব্যবহারে দেশের কৃষি এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মো শাহজাহান কবীর বলেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের কৃষিতে বিশাল রূপান্তর হয়েছে। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিন থেকে চারগুণ।

এসিআইএ অ্যাগ্রিকালচারের প্রধান নির্বাহী এফ এইচ আনসারী বলেন, বেসরকারি খাত কৃষির উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করছে। এখন ৯৫ ভাগ হাইব্রিড ধানের বীজ, ৯৬ ভাগ সবজি বীজ, ৯৯ ভাগ পটবিজ প্রাইভেট সেক্টর সরবরাহ করে। বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সারা বিশ্বে।

এফএ বাংলাদেশের কর্ণি ডিরেক্টর রবার্ট ডি সিম্পসন, ইউএসএআইডি'র মিশন ডিরেক্টর ক্যাথরিন ডেভিস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।